কাব্যপ্রকাশের কোনো ভূমিকা নেই, অন্তত থাকা উচিত নয় ব'লেই মনে করি। তা হ'লে চাঁদ ওঠার এবং ফুল ফোটারও ভূমিকা প্রয়োজন হ'ত। অন্তর থেকে যা নিজেরই আনন্দে উৎসারিত তার জন্যে কোনো কৈফিয়তেরও প্রয়োজন দেখি না। শুধু একটি কথা বলতে হবে। আমার প্রথম কবিতার বই 'অষ্টাদশী' বেরিয়েছিল ১৯৩৩ সনে। আট বৎসর পরে বেরুল 'ক্ষণ-শাশ্বতী'। কিন্তু এ বইএর প্রায় সব কবিতাই ১৯৩৩ থেকে '৩৫ সনের মধ্যে লেখা। সুরের মিল আছে ব'লে দুয়েকটি সাম্প্রতিক কবিতাকেও এ সংকলনে স্থান দিয়েছি।

বইখানি প্রকাশের জন্যে পরাগ পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী ডাক্তার অজিতশঙ্কর দে মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জগদীশ ভট্টাচার্য

উৎসর্গ

শ্রীমতী মাধুরী ভট্টাচার্য

নিসঙ্গিনীষু

হাত ধ'রে চল সখি, সুরু হলো জীবনের যাত্রা—
নিসঙ্গ সংসার, যেতে হবে প্রান্তর পারায়ে ;
এ পথে দোসর নাই, দুঃখেরো নাই কোনো মাত্রা ,
পথেরো চিহ্ন নাই, অদূরে রেখাটি গেছে হারায়ে।
সম্মুখে অমানিশি, আসে কালবৈশাখী রাত্রি,
ঝঞ্ঝা গর্জে ওঠে, বিদ্রোহী মোরা দুই যাত্রী ;
ঘূরিছে শীর্ষ-দেশে বিষ্ণু-সুদর্শন-চক্র—
খণ্ড খণ্ড হবে যৌবন-উন্মাদ স্বপ্ন ;
শাসনের বক্ষেতে জ্বালিয়াছি বহ্নি উদগ্র,
নির্বাত নীড়ে তাই শ্মশানের ধ্বংস আসন্ন।

মোদের জীবনে নাই প্রশান্ত সুশীতল পল্লী,
ঝটিকার তাণ্ডবে জীবন মোদের বিক্ষুব্ধ ;
বিলাস-সজ্জা নহে, নহে গো গোলাপ-জুঁই-মল্লী,
শান্তির নীড় হেরি' প্রাঙ্গণে হয়ো না কো লুব্ধ।
কেবল চলিতে হবে, যেতে হবে বহুদূর পন্থ,
ঘরছাড়া মানুষের পথের কি আছে সখি অন্ত !

ক্ষ ণ – শা শ্ব তী

আমরা রচনা করি চিরজীবনের জয়যাত্রা

সমাপ্ত হবে যাহা নরদেবতার নবতীর্থে ;

পদে পদে নিষেধের সেখানে টানে নি কেহ মাত্রা,

মানুষের মঙ্গল মানুষেরি মুক্তি-আতিথ্যে ।

আসন্নবর্ষণা নামিছে ভয়ংকরী রাত্রি—

আলোহীন কালিমায় দশদিক হ'ল অবলুপ্ত,

হাত ধ'রে নিয়ে চল জীবনের অয়ি প্রেমদাত্রী !

জাগাও শকতি প্রাণে, এখনো যা অন্তরে সুপ্ত ।

দিবসের ঝঞ্ঝায় বিপদের আমি তব রক্ষী,

রাত্রির নিরাশায় আশা দাও অয়ি প্রাণলক্ষ্মী !

বাসনার বিস্মৃতি ঘিরিয়া রহিতে চায় অঙ্গ,

নীড়ের মায়ায় মজি' আকাশ ভুলিবে বুঝি পান্থ ;

রাত্রির দেবতা যে কেলিসুখী রতি ও অনঙ্গ—

যুগলে পুরুষ একা করিতে পারে কি সখি শান্ত ?

প্রকৃতি ও পুরুষের বিরহ-মিলন লীলা অনাদি—

পার্বতী-শঙ্কর নাচে সৃজনের আদি-নৃত্যে ;

কভু উচ্ছল, কভু সব-ভোলো তন্ময় সমাধি,

তমো-নিমগন কভু, কথনো আলোর হাসি চিত্তে ।

দু'টি হৃদয়ের আশা এক হ'য়ে হ'তে চায় পূর্ণ—

দু'টি রক্তের কণা মিলনে জীবন আনে তূর্ণ ;

উৎসর্গ

প্রেমের মুকুল ফোটে, শিশু-শতদল মেলে পাপড়ি ;
তাদেরে জড়ায়ে বুকে কি মধুর বিশ্বের শান্তি !
সন্তানবতী অয়ি, ক্ষণেক তাদেরে রহ আঁকড়ি,
পান্থনিবাসে শুয়ে দূর হোক্ পন্থার শ্রান্তি।

তবু সখি নীড় নহে, মোদের নিমন্ত্রণ আকাশে ,
মুক্ত চলার পথে মোদের প্রেমের হোক্ মুক্তি ;
সুখময় প্রাঙ্গণ—পাষাণ-প্রাচীর দিয়ে ঢাকা সে,
তাহারে জড়ায়ে আছে নিশ্চল জড়তার সুপ্তি।
আমাদের দেবতা যে বন্ধনে নহে কভু তৃপ্ত,
শাসনের শৃঙ্খল করে তারে বিদ্রোহে দৃপ্ত ;
সে আনে ঝঞ্ঝাঝড়, জীবনে সে বিপ্লব মূর্ত,
যে জন পূজারী তার সে শোনে কেবলি রণতূর্য,
তবু সখি ভয় নাই, সত্যের পথ হবে মুক্ত ;
যাত্রার অবসানে জাগিবে জীবনে নবসূর্য।

ক্ষণ-শাশ্বতী

জ্যোৎস্না-ধারায় বশ্ব ডুবেছে, আলোক-প্লাবিত শরৎ-রাত,
সুনীল গগনে পাণ্ডুচন্দ্র মদির নেশায় তন্দ্রাতুর ;
সাধ যায় সখি, তুমি এসে মোর চুপি চুপি হাতে মিলাবে হাত,
প্রথম-মিলন-রভস-আবেশে আমরা শুনিব রাতের সুর !

পুষ্পশাখীতে স্বপন নেমেছে আকাশ হ'তে,
সন্ধ্যামালতী বিকাশের সুখে শিহরি' ওঠে,
মল্লিকা-বন পুলকি' উঠিল সফল-ব্রতে,
গন্ধগরবী রজনীগন্ধা নিভৃতে ফোটে।

কুজ্ঝটিকার অবগুণ্ঠনে ইন্দ্রজালের মোহিনী হাসে,
তারকার মালা নভো-নীলিমায় পুষ্পশয়ন রচনা করে,
স্বপনবিলাসী প্রেমিক-প্রাণের কত না বাসনা আকাশে ভাসে !
সে বাসনা সখি, জ্যোৎস্নার সাথে শেষ হবে নাকি রাত্রি পরে ?

পূর্ণিমা রাতে তোমারো প্রাণের প্রেমবিহঙ্গ মেলেছে পাখা ?
নিদ্‌মহলের অন্ধ অতলে প্লাবন এনেছে চাঁদের আলো ?
চোখে ঘুম নাই ?—নয়নে কি যেন রূপালি আলোর আবেশ মাখা ?
আঁধার-বিহারী প্রাণ বুঝি আজ আলো-জাগরণ বাসিছে ভালো ?

নিশীথ আকাশ মুখর হয়েছে পূর্ণিমাতে—
মাতাল মলয় হ'ল গীতময় সুরভি-বনে,

ক্ষ ণ – শা শ্ব তী

কোন্ আনন্দে ধরা অনন্ত-নৃত্যে মাতে—
মুক্তি-পাগল সে নেশা লেগেছে তোমারো মনে ?
দিনের আলোয় জাগে না যে কথা, আঁধারে যে কথা ঘুমায়ে রয়,
জ্যোৎস্না-নিশীথে তারি গান শুনি ভুবন-ভুলানো তারার গানে ;
তাহারি গমকে প্রাণের গোপন কামনা হয়েছে ছন্দোময়,
সুদূরবাসিনী, সেই সুর বুঝি পরশ করেছে তোমারো প্রাণে ?

পূর্ণিমা-নিশি প্রেম-দেবতার পূর্ণ-প্রেমের মিলন-সাধ—
আলোছায়াময় আমার জীবনে অক্ষয় হোক জ্যোৎস্না-আলো,
অক্ষয় হোক এই মুহূর্ত যখন প্রেমের নেই প্রমাদ,
অক্ষয় হোক এ মন আমার যে মন তোমায় বাসিছে ভালো।
কাল নিশি-ভোরে জ্যোৎস্নার আলো মিলায়ে যাবে,
আকাশ-পরীরা দিনের আলোয় কভু কি জাগে ?
এমন স্বপন মাটির জীবন কাল কি পাবে ?
—অক্ষয় ক'রে রেখে যাব আমি এ অনুরাগে।
কুহেলি-মাখানো স্তিমিত আলোয় এস গো মরণ গোপনচারী,
এই মুহূর্ত শাশ্বত ক'রে নাও তুলে নাও মৃত্যু-পার ;
শাশ্বত হোক পূর্ণ এ প্রেম, শাশ্বত হোক স্বপন তারি,
শাশ্বত হোক প্রেমিক প্রাণের জ্যোৎস্না-আলোর মিলন-হার।

পথে চলিতে

পথে চলিতে
হলো দেখা যে
নত-নয়না,
আধো সরমে
ধীরে সরালে
আঁখি-কলাপী,
দু'টি কপোলে
দিলো দেখা যে
আভা গোলাপী ;
তা'তে কি হলো,—
মিছে উতলা
তুমি হয়ো না।

আমি চাহি না
বেশি কিছু ত,
শুধু গোপনে
আসি' সুমুখে
চুপি চাহিব
লঘু পুলকে ;

ক্ষ ণ - শা শ্ব তী

মৃদু মলয়া
মাখি' সুরভি
তব অলকে

মোরে পরশি'
দোলা আনিবে
ক্ষণ-স্বপনে।

লীলা-দোলনে
চল-চপলা
তুমি চলিয়ো,

তব শাড়িতে
নেশা-ধরানো
ভাষা ফুটিবে,

বুকে সে ভাষা
চুপে পড়িতে
আঁখি লুটিবে;

তুমি চতুরা,
মৃদু হাসিয়া
মোরে ছলিয়ো :

নাম-না-জানা
নব-তরুণী
ওগো পথিকা,

পথে চলিতে

আনো ছলনা
রাঙা আঁচলে
ভূমি-লুটানো ;
কথা না বলো,
চোখে রয়েছে
ভাষা ফুটানো ;
আমি নীরবে
পড়ি তাহাতে
প্রেম-কথিকা।

পথে জনতা,
তারি মাঝে এ
চুরি-চাতুরী
তুমি ভুলিবে
সেই নিমেষে
পথ-চারিণী ;
তব ছলনা
গাঁথি' হৃদয়ে,
অভিসারিণী,
আমি স্মরিব
নিশি-স্বপনে
তারি মাধুরী।

দক্ষিণা

ভিখারীর ভীরুতারে বক্ষোমাঝে ঘিরিয়া ঘিরিয়া
দাক্ষিণ্যের দক্ষিণারে কুড়ায়ে কুড়ায়ে চলি পথে,
স্বপ্নময়ী উড়ে চল শ্লথবল্গ তব মনোরথে—
করুণা-কৃপণা তুমি, নাহি চাও পিছনে ফিরিয়া।

সেদিন গোধূলি-লগ্নে ফুটেছিল আকাশের তারা।
সে-তারার মায়াস্পর্শ তব মনে ফুটাল প্রসূন ;
সহসা কহিলে ধীরে,—"যাবেন না, একটু বসুন,"—
সে তব সুরের সুরা পান করি' হ'নু আত্মহারা।

জানি সখি, এও তব ক্ষণিকের খেয়ালের খেলা,
তবু এ তোমারি গড়া বাসনার লীলা-প্রজাপতি ;
রঙের বাহার নিয়ে আকাশেতে ওড়ে মৃদুগতি,
ধরিতে পারি না তবু তারি পিছে কাটে মোর বেলা।

সুগভীর প্রেম নহে, নহে সখি নিবিড় প্রণয়,
কৈশোর-সরসী-নীরে ফোটে রাঙা চিত্ত-শতদল—
তাহাও চাহি না সখি, প্রিয়তমে দিয়ো সে-কমল ;
আমার কামনা শুধু প্রেমের যা লঘু অপচয়।

পূর্ণপাত্রে লোভ নাই, শুধু যাহা উথলিয়া পড়ে
তাহারি মদিরালুব্ধ চিত্ত মোর সুখ-স্বপ্ন গড়ে।

প্রথমা

তোমারে ভুলিতে হ'ল, সে কথা যে ভুলিবার নয় ;
আমার জীবন হ'তে আজ তুমি চির-নির্বাসিতা,
কৈশোর-প্রাগূষা-লগ্নে শুকতারা সম বিকশিতা
অয়ি মোর প্রথমিকা, ফুরায়েছে তোমার সময় ।

আমার আকাশে তুমি প্রেমময় প্রথম প্রভাত ;
কৃষ্ণপক্ষ-নিশান্তের স্নিগ্ধজ্যোতি তুমি গো কিশোরী,
মধুর মধুর তুমি, তবু হায় গিয়াছি বিস্মরি' ;
আমার বসন্ত-বনে আসিবে না আর সেই রাত ।

তুমি এনেছিলে প্রেম, তব চোখে দেখেছি তাহারে,
স্বপ্নের স্বর্গের প্রেম—স্পর্শ-ভীরু সে প্রেম তোমার,
নিশীথ-স্বপন সম মিলায়েছে রেশটুকু তার ;
ক্ষীণায়ু প্রথম-প্রেম,—তারে বল কে বাঁচাতে পারে ?

তবু তোমা ভুলি নাই. আজি তাই বাসর-শয্যায়
বধূরে জড়ায়ে বুকে, ওষ্ঠ হ'তে নিঙাড়ি অমিয়
স্মরণ করিনু এক বিস্মৃতির স্বপ্ন রমণীয়,—
সে স্বপ্ন তোমারে নিয়ে রচিয়াছি মিলন-সন্ধ্যায় ।

অতিক্রান্ত লগ্ন তব, তবু তোমা ভুলিতে পারি নি ;
দুর্লভ স্বপ্নের মাঝে বেঁচে আছ, হে অভিসারিণী !

প্রতীক্ষা

[অপরিচিতা বন্ধুপত্নীর বিবাহের প্রভাতে গৃহীত আলোক-চিত্রের উদ্দেশে]

গভীর হয়েছে নিশি, সুপ্তিমগ্ন পৌর-নিশীথিনী ;
হেন রাত্রে নাহি জানি কি করিছ তুমি একাকিনী
সুশীতল পল্লীকোলে। হয়ত' বা তোমার আকাশে
নিঃসঙ্গ প্রেমের ভাষা তারকার মুখর আভাসে
ফুটিছে অস্পষ্ট ঊর্ধ্বে ; নিম্নে একা নীরব প্রাঙ্গণে
প্রিয়হীন শয্যা-পার্শ্বে দুর্বিষহ বিরহ-দহনে
কাটাইছ নিদ্রাহারা বন্ধ্যা এই অন্ধকার রাতি,—
নয়নে আসে না ঘুম, তনুমন চায় শয্যা-সাথী
একটি জাগ্রত-স্বপ্নে পরিপূর্ণ নিজেরে ভুলিতে ;
অথবা প্রিয়ের বুকে লজ্জা-মৌন প্রীতি-স্নিগ্ধ চিতে
নিঃসাড় পড়িয়া থাকি' জেনে নিতে চায় বুঝি মন
রমণীর রম্য কাম্য—মধুময় প্রেম-সমর্পণ !
অথবা যে অনাগত তিলে তিলে বাড়িছে তোমাতে
তাহারি অস্তিত্ব বুঝি অনুভব করিছ এ রাতে
সমগ্র হৃদয় দিয়ে !
জানি না কি করিতেছ তুমি,—
মোহন স্বপ্নের রাজ্য মোর মনে উঠিছে কুসুমি'
আজিকে তোমারে ঘিরি', এ মুহূর্ত হয়েছে সার্থক
তোমার কল্পনা-রাগে ; আমি তাই রচিতেছি শ্লোক

প্রতীক্ষা

তোমারি উদ্দেশে অয়ি···; গাহিতেছি অজানার গান—
অদৃশ্যার রহস্যেতে স্বপ্নময় হ'লো মোর প্রাণ।
হে অচেনা চিত্রলেখা, মৌনীময়ী ওগো অনামিকা,
আমার অজ্ঞাতা তুমি, কেবল যে প্রেমোজ্জ্বল শিখা
চিত্রপটে মূর্তিমান, হেরিতেছি আমি তারি রূপ,
প্রেমের মন্দির মাঝে প্রতি দিন পুড়েছে যে ধূপ
প্রতীক্ষার আরতিতে, সুনির্মল তাহার সুরভি
ওই রূপ-পরিমলে আমি আজ অলক্ষিতে লভি
প্রাণে প্রাণে। তোমারে সুধাতে চাই, ওগো ধ্যানময়ী,
নিরালা একেলা বসি' কি কথা ভাবিতেছিলে অয়ি,
মিলনের সুপ্রভাতে? ধ্যানরতা কুমারীর মত
বল দেখি শুচিস্মিতা, ছিলে কার সাধনা-নিরত?
প্রশান্ত তন্ময়-নেত্রে কি মাধুরী ফুটিয়াছে তব,
স্নিগ্ধ-শ্যাম আননেতে স্বপ্ন-শোভা কি বা অভিনব!
মিলনের পূর্বলগ্নে যে স্বপ্নে রাঙায়ে ছিলে মন
জীবনের মধুরাত্রে পূর্ণ কি হ'য়েছে সে স্বপন
আগত প্রিয়ের চোখে? তারুণ্যের লাবণ্য মিশায়ে
আকৈশোর যে পূজায় মগ্ন ছিলে, শৈল-বনচ্ছায়ে
রমণীর শিরোমণি তপস্বিনী উমার মতন,
তোমার জীবনে কি গো মিলিয়াছে সে কাম্য-রতন?
যে থাকে মানস-লোকে বালিকার পুতুল-খেলায়
তারে কি গো পাওয়া যায় সত্যকার মিলন-বেলায়?

ক্ষণ-শাশ্বতী

স্বপ্ন কি সার্থক হয় ? ব'সে আছ যার প্রতীক্ষায়
হে তরুণী, বল', বল', কখনো কি তারে পাওয়া যায় ?
আমি যে জীবন ভ'রে ব'সে আছি মানসীর ধ্যানে,
তার আগমনী-গান রণিবে কি তৃষাতুর প্রাণে
কোনো দিন ? সমর্পিত প্রাণ মোর যার সঙ্গ চায়
জীবন সুন্দর কি গো হ'বে তার প্রেমের প্রভায় ?

তুমি কি বলিবে বল ! এখনো ত আসে নি মিলন,
শুধু আসিয়াছে তার মধুময় প্রতীক্ষার ক্ষণ।
তারি আশা-দীপ্ত বাণী চোখে তব রয়েছে ফুটিয়া—
কি মধুর, কি মধুর ! তার পরে যাক না টুটিয়া
সোনালি স্বপন সব ;—বল দেখি ক্ষতি কিবা তায়
যদি সেই আকাঙ্ক্ষিতে এ জীবনে না-ই পাওয়া যায় ?
তারি আশা বক্ষে নিয়ে কাটাইব দিবা-বিভাবরী,
প্রতীক্ষার আনন্দেতে জেগে র'ব প্রতিটি শর্বরী
আশার আলোক জ্বালি'।
সে আলোক তোমার আননে
হেরিলাম উদ্ভাসিত, হে অচেনা, তাই মনে মনে
তোমার প্রেমের ধ্যান ধ্যান করি এ রজনী জাগি',
তব অনুরাগ হেরি' আমি আজ হ'নু অনুরাগী।

শুভদৃষ্টি

চুপ ক'রে চেয়ে দেখ মুখখানি অপরূপ ;
গুণ্ঠনে ঢাকা ওই—চাঁদ কি ?
জ্যোৎস্না ও সুধা দিয়ে গড়িল কে সোনামুখ,
অথবা এ মোহিনীর ফাঁদ কি ?
কলরব করিও না, মর্মের খোল দ্বার,
খুলে দাও হৃদয়ের ঢাক্‌না ;
প্রণয়ের দর্পণে চিনে লও প্রাণ তার,
কণ্ঠের ভাষা মূক থাক্ না !

কাব্যের খাতা খুলে ব'সে আছি চুপচাপ,
কালিমুখে উৎসুক লেখনী ;
আশে-পাশে শুনিতেছি শব্দের দুপদাপ,
ছন্দ নামিবে বুঝি এখনি !
ভারতীরে কহিলাম,—সত্বর ধরা দাও,
সার্থক করি নব সৃষ্টি।
শুনিনু আকাশ-বাণী,—মুখরতা ভুলে যাও,
চোখে চোখে হোক শুভদৃষ্টি।

তুমি ভালবাসো নীল

তুমি ভালবাসো নীল, ভালবাসো প্রিয়ার মতন ;
গোলাপি-কোমল তনু ঘেরি' তুমি পর নীল শাড়ি,
অপরাজিতার মত সুমসৃণ সুনীলিমা তারি,—
সে নীলের স্নিগ্ধ-কান্তি কলাপীর কামনার ধন।

কাজল কালির মত নীল রাত্রি ভালবাসো তুমি,
ভালবাসো আকাশের সীমাহীন প্রশান্ত নীলিমা,
ভালবাসো সমুদ্রের সুবিশাল ঘন-শ্যামলিমা,
ভালবাসো অরণ্যের ছায়াঘন নীল বনভূমি।

আমিও তোমারি মত সব চেয়ে নীল ভালবাসি,
যে নীল তোমার তনু জড়ায়েছে স্নেহ-আলিঙ্গনে,
যে নীল নয়ন-কোণে কাঁপিতেছে প্রণয়-অঞ্জনে,
যে নীল কিশোরী-মনে লক্ষ রূপে উঠিছে উদ্ভাসি'।

আমি কেন পাই নাই আকাশের নীলিমার কণা ?
সুনীল সাগরে কেন হই নাই সলিল-কুমার ?
বনরাজি কেন হায় হ'ল না কো নিলয় আমার ?
রজনীর কাজলিমা কেন মোরে ঘিরে রহিল না ?

তুমি যদি ভালবাসো আকাশের সাগরের নীল
কেন তার এক কণা মোর মাঝে দিল না নিখিল ?

পলাতকা

আমি তো জানি নি আগে তুমি পাশে আসিবে গোপনে,
শুনি নি তো আগমনী-গান ;
নিরালা নিকুঞ্জ মাঝে গোধূলিতে বসি' অন্যমনে
নেহারিনু দিবা-অবসান !
পশ্চিমের অস্তরাগ ছড়াইল মেঘের ভেলায়,
পাখিরা কুলায় মাঝে ফিরে এলো সাঁঝের বেলায় ;
শ্যামাঞ্চলা সন্ধ্যারানী ধীরে ধীরে এলো সঙ্গোপনে
ধরিত্রীর পানে ।
জানি নি তো তা' সাথে তুমি পাশে আসিবে গোপনে
দবা-অবসানে ।

সম্মুখের শূন্যপথে ড়ে গেলো তব নীলাম্বরী,
বুঝি নি তো সে শাড়ি তোমার ;
মনে হ'লো সন্ধ্যা বুঝি চলিয়াছে দিগন্ত সন্তরি',
সে অঞ্চল নীলবসনার ।
জ্বলিয়া উঠিল বুঝি অকস্মাৎ তব আঁখি দু'টি—
মনে হলো অন্তরীক্ষে সন্ধ্যাতারা রহিয়াছে ফুটি',
শ্যামল পাতার ফাঁকে নৈঃশব্দ্যেরে মুখরিত করি'
উজলি' উঠিল জ্যোতি তার ।
সম্মুখের শূন্য-পথে উড়ে গেলো তব নীলাম্বরী,
বুঝি নি তো সে শাড়ি তোমার ।

ক্ষণ - শাশ্বতী

তোমার কুন্তল-খসা ভেসে এলো কেশ-পরিমল
দক্ষিণের সন্ধ্যা-সমীরণে,—
মনে হলো আজ বুঝি পুষ্পশাখী হয়েছে উতল
মালতী ও মল্লিকার বনে।
বৈশাখী-চাঁপার সনে কেয়া বুঝি ফেলিছে নিঃশ্বাস,
সজল সন্ধ্যার বায়ু নিঙাড়িছে গোলাপ-নির্যাস,
সে পুষ্প-সুরভি পেয়ে প্রাণ হ'লো প্রফুল্ল-চঞ্চল ;
ভাবি নি তো অন্য কথা মনে ;
তোমার কুন্তল হ'তে ভেসে এলো কেশ-পরিমল
দক্ষিণের সন্ধ্যা-সমীরণে।

মোহন সংগীত শুনি' মুগ্ধচিত্ত হ'নু নিরুপায়—
কোথা হ'তে আসে সেই গান!
ঝিনিকি-রিণিকি-ঠিনি নূপুর রণিয়া গেলো পায়—
অশ্রুত সে নৃত্যময় তান।
মনে হলো গোধূলিতে গাহে গান কানন-কুমারী ;
তখন ভাবি নি মনে নৃত্যময় সে গান তোমারি,
যে গান শুনিব ব'লে এতোদিন ছিনু প্রতীক্ষায়
আজ তাহা হ'লো অবসান।
মোহন সংগীত শুনি' মুগ্ধ চিত্ত হ'নু নিরুপায়—
কোথা হ'তে আসে সেই গান!

প লা ত কা

গোধূলি লগনে তুমি চুপি চুপি এসে চ'লে গেলে,
হে অভিসারিণী,
অজানা পুলক মাঝে প্রাণ শুধু পরশন পেলে,
তোমারে তো ধরিতে পারি নি !
অপূর্ব হিল্লোলময় প্রাণে এলো কম্প্র শিহরণ,
পরশে বিবশ হ'লো পুলকিত প্রীত-তনুমন,
কেবল আভাসময় মিলনের এ কি খেলা খেলে,
নিঃশব্দচারিণী,
গোধূলি লগনে তুমি চুপি চুপি এসে চ'লে গেলে,
হে মনোহারিণি !

কে জানিত মোর প্রেম অসময়ে আসিবে গোপনে—
এমন কেন বা তার রীতি ?
যার লাগি' উচ্চকিত জেগে থাকি প্রতীক্ষা-স্বপনে
সেই আনে বিমুগ্ধ বিস্মৃতি !
স্পর্শভীরু পলাতকা স্বপ্নময়ী নিরালার রানী,
নিভৃত অন্তর কোণে শুনি তার মৃদু কানাকানি ;
স্বপ্নের প্রদেশ হ'তে ভাসিবে সে কোন্ শুভক্ষণে
প্রতীক্ষায় থাকি নিতি নিতি ;—
কেন সেই পলাতকা অসময়ে আসে সঙ্গোপনে,
এমন কেন বা তার রীতি ?

পুরূরবা

প্রেম-যাত্রায় যেদিন মিলনে বিরহ সৃজন করি
মনে পড়ে কি গো সে দিনের সেই তারাভরা শর্বরী ?
শেষ-চুম্বন ওষ্ঠে আঁকিয়া তুমি বলেছিলে ধীরে ঃ
'ওগো প্রিয়তম, এ মিলন-নিশি আসিবে আবার ফিরে।
দিনের মুখর কোলাহল হ'তে শেষের বিদায় মাগি'
তুমি এসো হেথা, দাঁড়ায়ো একেলা, শুধু একা মোর লাগি'।'
ওগো পলাতকা, তোমার শেষের সে আদেশ লঙ্ঘি নি,
কোথা তবে তুমি প্রেমময়ী প্রিয়া, কোথা প্রেম-সঙ্গিনী ?
তোমারি আসার আশা-প্রতীক্ষা বক্ষে বহিয়া নিতি
আমি জাগি একা, তুমি ত আস না, এ কেমন প্রেম-রীতি ?
এসো এসো প্রিয়া, ধরা দাও বুকে ঠিক সে দিনের মত—
যেদিন ছিল না বিরহ-মিলন, শুধু ছিল অবিরত
ভ্রমরের মত প্রেম-গুঞ্জন, বিহগের মত গান,
শুধু দু'জনাতে পূর্ণ দু'জন, প্রেমেতে পূর্ণ প্রাণ !
আমরা রচিব সাগর-কিনারে ছোট একখানি নীড়—
যেথা প্রাসাদের নাই সমারোহ, নাই জনতার ভীড়।
সুমুখে অসীম বিশাল জলধি, পেছনে শ্যামল ধরা,
ঊর্ধ্বে নীলিমা মৌন-প্রেমের স্তব-গুঞ্জন ভরা।
আমরা দুজনে কুটীর রচিয়া তারি মাঝখানে থাকি'
অসীমের হাতে বাঁধিব মোদের সসীম প্রেমের রাখী।

পুরূরবা

তুমি দেবে মোরে প্রাণের প্রেরণা, বুকভরা ভালোবাসা ;
আমি তব বুকে উজলি' তুলিব প্রথম প্রেমের ভাষা।
তুমি দেবে মোরে ব্রততী-বাঁধন, স্নেহ-প্রেম সুনিবিড়,
মুখর করিব কাকলি-কূজনে আমি সে স্নিগ্ধ নীড়।
জ্যোৎস্না-নিশীথে দুজনে আসিব মুক্ত আকাশ তলে,
সাগর-বাতাস নিকটে আসিবে পুলকিত হিল্লোলে।
শ্যামল তৃণের গালিচা বিছায়ে দিবে স্নেহময়ী ধরা,
তারায় তারায় বাজিবে রাগিণী মিলন-আকুল-করা।
আবেশ-পুলকে মুদিয়া নয়ন কেহ কথা কহিব না,
শুধু দুজনারে খুঁজিব দুজনে প্রেমে অনন্যমনা।
অন্তর্লোকে জাগিবে প্রেমের স্বতোৎসারিত ধারা,
বহির্ভুবনে বহিবে ঝর্না মুক্তি-পাগল-পারা।
মোদের সে প্রেম আনিবে সঙ্গে ভাগীরথী সুশীতল,
ধরার উষর মরুভূরে মোরা করিব সুশ্যামল।

ওগো প্রিয়তমা, আজিকে কেমনে রয়েছো আমারে ভুলি',
জ্যোৎস্নার মত এসো বুকে নেমে সুর-হিল্লোল তুলি'।
মোর বুকে দেখো জমে কত গ্লানি, কত কলঙ্ক-রেখা,
আমার বক্ষে মাটির কামনা লেখে পঙ্কিল লেখা।
সে পঙ্ক মাঝে প্রেম-পঙ্কজ তুমিই ফুটাবে জানি,
তোমারি মাঝারে বহিয়া আনিবে পূত অমরার বাণী।
সে প্রেমের লাগি' আমি একা জাগি, এসো প্রেমময়ী নারী,
তোমারি তরে যে সাজিয়াছি প্রিয়া, বৈরাগী পথচারী !

অভিলাষ

কৃষ্ণপক্ষ নিশি সুমধুর নীলিমার স্বপ্ন,
আমারে ঘিরিয়া থাক্ সিল্কের নীল শাড়ি—রাত্রি ;
স্নিগ্ধ সুনীল তার আবরণে রহিব নিমগ্ন—
স্বপ্নের সন্ধানী আমি চির-রাত্রির যাত্রী।

জাগরণ আর নয় দিবসের উজ্জ্বল আলোকে,
তোমার মনের তলে যে নীলিমা মোর মন হরেছে
তাই দিয়ে ঘিরে রাখো মিলনের পুঞ্জিত পুলকে ;
রাত্রি কি প্রেমময়ী?—তাই সে কি নীলবাস পরেছে ?

আসুক্ আকাশে মোর নীরন্ধ্র মধু-অমাবস্থা,
আসুক্ নয়নে মোর অজস্র রজনীর তন্দ্রা,—
তুমি আছ তায় মিশে রূপসী অসূর্যম্পশ্যা—
অন্ধের অন্তরে আলোকের মঞ্জীর-মন্দ্রা।

ঘন-নীল রাত্রিতে হেরি তব নীল শাড়ি চক্ষে,
তুমি এস মিশে তায় তৃষাতুর বিরহীর বক্ষে।

রাত জেগে পড়ি রবি ঠাকুরের গীতবিতান

নিশীথ নিরালা, আলোকে উজল
নিশি-শিথান,
আমি পড়ি জেগে রবি ঠাকুরের
গীতবিতান।
অদূরে ঝিল্লি গুমরি' মরিছে,
তারারা হারানো রাগিণী স্মরিছে,
স্বপন-পরীর চরণে রণিছে
শিঞ্জিতান ;—
আমি পড়ি জেগে রবি ঠাকুরের
গীতবিতান।

মত্ত জোছনা প্লাবন-ছন্দে
সুর-বিভোর,
সুরভি-মাতাল বাতাস খুঁজিছে
প্রেয়সী ওর।
কুঞ্জ মাঝারে র'য়েছে যে প্রিয়া
প্রাণের গোপন প্রেম-দরদিয়া,
তাহারে ঘিরিয়া রচে সে মধুর
বাঁশরী-তান।
আমি পড়ি জেগে রবি ঠাকুরের
গীতবিতান।

ক্ষ ণ - শা শ্ব তী

মাটির প্রদীপে মিটিমিটি জ্বলে
শলিতা-শিখা,
সে আলো-পরশে উজল হয়েছে
কাজল লিখা।
প্রেমিক কবির গোপন প্রাণের
প্রেম-নন্দিত কত না গানের
মানস-সবিতা সুরের স্বপনে
করে সিনান।
আমি পড়ি জেগে রবি ঠাকুরের
গীতবিতান।

ছন্দ-লীলায় সীমানা পেয়েছে
অসীম-ভাষা—
স্তব্ধ সুরের অন্তরালের
গোপনে-আসা।
কবির গভীর বিরহ-মিলন
রণিছে পরাণে আজি অনুখন ;
বিরহী বক্ষে প্রেমিক প্রাণের
জাগিছে গান।
আমি পড়ি জেগে রবি ঠাকুরের
গীতবিতান।

রাত জেগে পড়ি রবি ঠাকুরের গীতবিতান

সে গান তোমার হারানো রাগিণী
স্মরণে আনে—
যে দিন প্রেমেরে মুখর করিলে
সুরে ও তানে।
আজ তুমি নাই, নাই সেই সুর,
আছে সেই ভাষা একই প্রেমাতুর,
সে ভাষা তোমারি প্রেমের স্বপনে
ভরিল প্রাণ ;
আমি পড়ি তাই রবি ঠাকুরের
গীতবিতান।

বিরহ

বিরহ-যন্ত্রণা যেন বক্ষ-জোড়া ক্ষয়ের মতন,
অদৃশ্য ক্ষতের মত লুক্কায়িত বুকের তলায়,
নিয়ত বেদনা দেয়, তবু হায় ধরা নাহি যায়,
শুধু সে দুঃসহ ব্যথা তিলে তিলে দহে অনুক্ষণ।

প্রাণ-মন ভেঙে পড়ে,—বুঝি সে সহিতে নারে আর,
রক্ষা করো হে দেবতা, মৃত্যু বুঝি এর চেয়ে ভালো!
অকস্মাৎ কি কৌশলে পুনরায় জ্ব'লে ওঠে আলো,
অব্যক্ত আনন্দ মাঝে শান্তি হয় সেই বেদনার।

কিছুতে অবুঝ মন মিলনের আশা নাহি ছাড়ে,
আগন্তুক পদধ্বনি দেহে-মনে শিহরণ তোলে ;
মিথ্যা সে দুরাশা হায়, পথের পথিক যায় চ'লে,
তবু তো নিরাশা নাই, প্রাণের আকুতি শুধু বাড়ে।

ব্যথা, তবু ব্যথা নয়,—পুষ্পমাল্য কণ্টকের হারে ;
সহিতে পারে না মন, তবু হায় ছাড়িতে না পারে।

বিরহ-কুহেলি

আমারে ঘিরিয়া তুমি সৃষ্টি কর কুহেলির মায়া ;
সূর্যহীন গগনের নীলায়িত পর্বত-চূড়ায়
দিগ্বালা যেমন তার সাদা-মেঘ-অঞ্চল উড়ায়
তেমনি আমার চোখে বিরহের আনো নীপ-ছায়া।

পরিপূর্ণ মিলনের কেলি আজ থাক্ পড়ে দূরে,
চকিত চমকে তুমি দেখা দাও গোধূলি-আলোকে ;
ক্ষণিকের শ্লথ-চাওয়া মেঘ-মায়া এনে দিক্ চোখে—
সে মায়ার ইন্দ্রজালে স্বপ্নালোকে হেরিব বধূরে।

বিরহী-আকাশ হতে স্নেহনীল যে অঞ্চলখানি
বিরহিণী ধরণীরে ঘেরিয়াছে মসৃণ মায়ায়,
তারি স্নিগ্ধ নীলিমার নীলাঞ্চলে ঘেরি' আপনায়
স্বপ্নের মধুর বিশ্ব সৃষ্টি কর বিরহের রানী।

উচ্চকিত চেতনারে মগ্ন কর সে বিশ্বে তোমার ;
স্পর্শ কর প্রাণে-প্রাণে, কথা কও রহসে রহসে,
লীলা-লাস্যে নৃত্য কর হিল্লোলিত পুলক-রভসে ;
সে নৃত্য-লীলার ছন্দে দোলা দাও ভুবনে আমার।

দিন নহে, রাত্রি নহে, আনো স্নিগ্ধ বিরহ-গোধূলি,
তারি ম্লান কুহেলিতে রহস্যের বিশ্ব দাও খুলি'।

ত্রিশঙ্কু

পাহাড়ি নদীর তীরে কুটীর বেঁধেছি বহু আশাতে,
আলোর মশাল জ্বালি' ঘাটখানি রাখিয়াছি উজলি';
যে কথা বলিতে নারি চোখের মুখের ভীরু ভাষাতে
সে কথা সে দীপালোকে নিবিড় তিমিরে উঠে উছলি'।
এলে তুমি মোর ঘাটে, করিলে রাতের ভরা-বেশাতি,
আসঙ্গ-তৃষা এনে চ'লে গেলে ক্ষণিকের হে-সাথী;
লুব্ধ নয়নে আমি হেরিলাম চলে-যাওয়া তরণী—
দাঁড়ের শব্দ ধীরে ক্ষীণ হ'য়ে শূন্যেই মিলালো;
আঁধারে গ্রাসিল তব পশ্চাতে ফেলে-যাওয়া ধরণী—
ঝটিকার পাখা লেগে নিভে গেলো মশালের সে আলো

তার পর এলো নেমে বর্ষার ভীমা অমাবস্যা,
তীরের বাঁধন ভাঙি' সে নীড় ডুবিল নদী-সলিলে;
চিরমসী নিয়ে যদি আসিলে অসূর্যম্পশ্যা,
ক্ষণিকের আলেয়াতে কেন বল মিছে মোরে ছলিলে!
আঁখির ফাঁকিতে তব কি মায়া লুকায়ে রাখ রমণী—
অপাঙ্গ-বিদ্যুতে জানো না কি নেচে ওঠে ধমণী?
নিষ্ঠুর লীলাময়ী, চকিতের বিদ্যুৎ জ্বালিয়া
প্রলয়-বজ্র হানো মূর্ছিত পুরুষের হৃদয়ে,
কুহেলি-খেলায় ভুলে বাসনার সুরা মুখে ঢালিয়া
ক্ষণিকের খেলা-শেষে চির-বিচ্ছেদ আনো নিদয়ে!

ত্রিশঙ্কু

আশ্রয়-হারা আমি হারালাম সঞ্চিত অতীতে,
তুমি যা নিলে না ভুলে নিল কেড়ে ধ্বংসের দেবতা ;
হৃদয় ভাঙিল যার, কি হবে এ সামান্য ক্ষতিতে !
ভাবি যা রয়েছে আজো, কার হাতে তুলে আমি দেবো তা' ;
সহস্র যাত্রীরে বুকে ধরে সমুদ্র-জাহাজে.
নিমজ্জমান হ'লে আতঙ্ক জন্মায় তাহা যে ;
আমার ভগ্ন বুকে ভরাডুবি হয়েছে আসন্ন—
ধ্বংসস্তূপে শুধু অসহায় ক্রন্দন উঠিছে ;
তুমি যা নিলে না ভুলে সে ধনই যে চেয়েছিল অন্য,
হায়, সেও পেলো না তা, মিথ্যাই আজো পিছে ছুটিছে ।

বর্ষাও কেটে গেলো, থেমে গেলো উচ্ছল বন্যা ;
যৌবন-হারা নদী হেমন্তে হলো তনু-শীর্ণ ;
যে তীর ভাঙিল সেই ধ্বংস-বিলাসী শিলা-কন্যা
সেখানে নতুন চরে ধূ-ধূ-ময় হলো বালুকীর্ণ ।
উষর সে চরে দেখি পুনরায় শ্যাম-শোভা ধরিছে,
প্রখর রৌদ্র মাঝে একেলা চক্রবাকী চরিছে ;
আমি হেথা তীরে বসি অলস উদাস-করা দুপুরে,
বক্ষ বিমথি' ওঠে নিশ্বাস বিরহেতে তপ্ত,
রৌদ্র-চিকণ-করা স্বচ্ছ বালুকা-রচা মুকুরে
হেরি সে হারানো নীড় কামনা-বাসনা-অভিশপ্ত

ক্ষ ণ - শা শ্ব তা

ক্লান্ত আঁখিতে মোর ধীরে নামে গোধূলির ম্লানিমা,
পশ্চিম-দিগ্বধূ রচে দিবসের চিতাশয্যা,
আমার সমুখে শুধু আশাহীন রাত্রির কালিমা,—
গগনে ঈশান কোণে অকালের কালো-মেঘ-সজ্জা।
ভাঙা জাহাজের বোঝা জমিয়াছে বিদীর্ণ বক্ষে,
আসন্ন ভরাডুবি হেরিতেছি অসহায় চক্ষে ;
ভরা পালে তুমি গেলে, পশ্চাতে কি করিলে জান না,
যার ঘাটে নেমেছিলে ক্ষণিকের বেচাকেনা করিতে,
তারি প্রেম-পশরারে অবহেলে করি' অবমাননা
তড়িৎ-গতিতে পুন বহুদূরে চ'লে গেলে ত্বরিতে।

চির-চঞ্চল পথে তুমি চলো ওগো চপলাক্ষী,
যারা যেতে পারে তারা কি বুঝিবে না-পারার বেদনা,
নিজেরি রচিত নীড়ে যে হ'য়েছে প্রলয়ের সাক্ষী
দুঃসহ তার জ্বালা সহিবার আছে কার সাধনা !
নদীঘাটে একা আমি, হারায়েছি আশ্রয়-তরণী,—
মরু-ঊষরতা-ভরা নিরাশা-ধূসর মোর ধরণী ;
পশ্চাতে ফিরে যাই হৃদয়ের নাই হেন বিত্ত,
সম্মুখে চলিবার সম্বল নিলে তুমি হরিয়া ;
ত্রিশঙ্কু-সম আমি শূন্যে ঘুরিব চির-রিক্ত—
প্রেম-পবিণাম মোব সাদরে নিলাম তাই বরিয়া।

স্বপ্ন

কেমনে জানিব হায়, আমারে কি ভুলে গেলো প্রিয়া,
আমার ধরণী ঘিরে আষাঢ়ের নব বরষণে
যেদিন বিরহী-বীণা গুমরিয়া মরে তনুমনে
সেদিন সন্ধ্যার সুর উতলা কি করে না সে হিয়া ?

যে রাতে মেঘের মাঝে আকাশের মিলে না সীমানা,
যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কালো—নিরাশার মত,
নিসঙ্গ শয়নে প্রাণ মুহুর্মুহু কাঁদে অবিরত—
কি যে চায়, কেন কাঁদে, কিছু তার মিলে না ঠিকানা !

সে রাতে আমার প্রিয়া কাঁদে না কি মোর প্রেম স্মরি' ?
কবোষ্ণ শয়ন মাঝে বিরহের অসহ্য জ্বালায়
মোর ওষ্ঠ মনে করি' চুমা আঁকি অজস্র ধারায়
অতৃপ্তি-অস্ফুট কণ্ঠে ডাকে না কি মোর নাম ধরি' ?

অথবা নিশান্ত-লঘু মিলনের শেষ-স্বপ্ন মাঝে
পরিতৃপ্ত-আলিঙ্গন-বিমুক্তির কম্প্র-শিহরণে
স্বপ্ন ভুলে প্রিয়-পার্শ্বে সুমধুর লজ্জা-আবরণে
নিমীলিত আঁখি বুজে গুণ্ঠা টেনে থাকে না কি লাজে ?

আমারে ভুলেছে প্রিয়া ? অথবা সে আমারি মতন
বিরহের ইন্দ্রজালে সত্য ভেবে স্বপ্নে নিমগন ?

শেষের মিনতি

তখনো জাগে নি ভোরের অরুণ, শঙ্কিত উষা এসেছে চুপে—
কাকলি-মুখর বনের শ্যামল বীথি ;
নব দিবসের নব জাগরণ এসেছে শান্ত মোহন রূপে—
দিগ্-বালিকারা গাহে মঙ্গল-গীতি।
আমার নয়নে প্রভাত আলোর পরশ দিয়েছে রূপ-কুমারী,
নব-জাগরিত হেরিনু প্রথম উষার স্বপনে রূপ তোমারি ;
কাল গোধূলিতে চিরজীবনের বিদায় নিয়েছ, হে প্রিয়তমা,
আজিকে এসেছো উষার মিলন-গানে ;
কাল সীমাসীনা শরীরিণী ছিলে, আজিকে স্বপন-মানসী রমা,
কাল ছিলে পাশে, আজ মিশে আছ প্রাণে।

দূরে স'রে যাও, ক্ষতি নাই তায়, বাস্তব যদি হারিয়ে যায়
মানস-লোকের স্বপন তো যাবে না কো !
আঘাতে তোমার কাঁদিব না আর, ভেঙে যাবো না কো সে বেদনায়,
আঘাতে যে তব কোমল পরশ রাখো।
বক্ষ নিঙাড়ি' জীবন-উৎস ঝরে অবিরল অশ্রু হ'য়ে ;
সুখ পাও তাতে যদি তব পায় ঝরনার মত যায় তা ব'য়ে ?
তবে তাই হোক, নিঠুর স্বামিনি, কঠোর তোমার দণ্ড ধর,
হানো হানো তার কঠিন আঘাত হানো :—
প্রতি পলে পলে তোমার বেদনা তোমারে করিবে নিকটতর,
হায় পলাতকা, তুমি কি সে কথা জানো ?

শেষের মিনতি

ভুলে যেতে চাও ?—ক্ষতি নাই তায় ; আসুক নামিয়া অন্ধকার,
মনে টেনে দাও বিস্মৃতি-যবনিকা ;
যদি ভুল করি, আমারে নেহারি' করিয়ো তোমার বন্ধ দ্বার,
নিভায়ো ঘরের সন্ধ্যা-প্রদীপ-শিখা।
বাধা-নিষেধের সব ব্যবধান আমাদের মাঝে রচনা কর,
'চোখের বালি'র বিষ-জ্বালা তব চিরকাল রবে সুদূরতর ;
তুমি যারে চাও তারে টেনে নাও প্রেম-সুশীতল বক্ষ মাঝে,
দাও দাও তব প্রেম দাও তার প্রাণে ;
ভাগ্যবান সে তরুণ-কুমার যে জন তোমার হৃদয়ে রাজে,
ভ'রে তোলো তার জীবন মধুর গানে।

সুখ যদি পাও আমার জীবন নিঃশেষ করি' কাড়িয়া নিতে,
মরিতে আমার মানা নাই কল্যাণী ;
তোমার সুখের বদলে আমার কুণ্ঠা হবে না জীবন দিতে,
মৃত্যু—সে মোর গৌরব ব'লে মানি।
শেষ নিঃশ্বাসে শুধু একবার প্রশ্ন করিব তোমার কাছে—
মনের স্বর্ণ-মঞ্জুষা মাঝে যে ধন আমার লুকানো আছে—
তোমার দেয়া সে প্রেমের স্বপন কার বুকে আমি রাখিয়া যাব,
বলো বলো প্রিয়া, সহিব কেমনে মৃত্যু তার ?
মরণের পরে চির-বিস্মৃতি ব'লে দিয়ো মোরে কেমনে পাব ;—
প্রাণ হ'তে আগে খুলে নিয়ো তব প্রেমের হার।

অসম্পূর্ণ

পূর্ণিমা রজনীর মিথ্যা হয়েছে সব বাসনা,
মোর পাশে তুমি আর আস না।
আজো জাগে নীলাকাশে সেদিনের স্বপ্নিত চন্দ্র,
ধরণী অতন্দ্র
তাহারি মিলন লাগি' গুমরিয়া কাঁদে সারা নিশিতে ;—
সেদিনের মতো আজো সে চাহিছে এক হ'য়ে মিশিতে
আপনারে নিঃশেষে সঁপিয়া ;
প্রেম-তন্ময়ী ধরা মনে মনে কি মন্ত্র জপিয়া
জ্যোৎস্নার কানে কানে জানাইছে কি বারতা শূন্যে,
যেথা প্রেম-পুণ্যে
আলোকের তীব্রতা গলিয়া পড়িছে সুস্নিগ্ধ ;
তবু সে সাধনা তার আজিকে হয় নি কেন সিদ্ধ,
সবি আছে তবু যেন আজি আর প্রাণ নাই মিলনে,
পুরাতন নিয়মের অনুষ্ঠানেরি অনুশীলনে
মিলনের অভিনয় চলিতেছে ধরণী ও আকাশে,
অন্তরে প্রাণহীন ফাঁকা সে।
প্রেমের ঐকতানে কি সুর ভুলেছে আজ বিশ্ব,
তাহারি অভাবে যেন মনে হয় হ'য়ে গেছে নিঃস্ব
অর্কেস্ট্রার সব বাদ্য,
তারায় তারায় মিলে চেষ্টা চলিছে দুঃসাধ্য

অসম্পূর্ণ

সে সুর ফুটাতে আজো যন্ত্রে,
তবু হায় কি যেন কুমন্ত্রে
হারানো সে রাগিণীর নাগাল পায় না লয়-গমকে,
তাই কি লক্ষ তারা চমকে
আশু কোনো আসন্ন অমঙ্গলের কথা স্মরিয়া ?

বিশ্ব গিয়েছে বিস্মরিয়া
এ মহা মিলন-ক্ষণে একটি মিলন বাকি এখনো,
তাই যবে বিশ্বের চলিছে মিলন-লীলা সে ক্ষণও
একটি হারানো প্রেম, একটি প্রাণের মূক তৃষাতে
নিখিলের রাগিণীরে নিখিলের প্রাণমন পারে নি ঐকতানে মিশাতে

ফিরে এসো, ফিরে এসো, প্রিয়তমা ফিরে এসো বক্ষে,
একের শাস্তি গনি' অভিশাপ দিয়ো না কো লক্ষে ;
তুমি না আসিলে আজ এ মিলন হয় না যে পূর্ণ,
অভিমান দূর করি', আত্মগরিমা করি' চূর্ণ
এসো বিরহীর প্রাণে, জ্যোৎস্না-মিলন হোক ধন্য,—
মোদের বিরহ হেরি' বিরহের বেদনায় কাঁদিতেছে তারকা অগণ্য।

মুমূর্ষু পৃথিবী

কর্ণকুহরে মহামরণের মন্দ চরণধ্বনি
শুনিতে কি পাও, শুনিতে কি পাও প্রিয়া ?

—পৃথিবী-দয়িত কাঁদিছে বিবস্বান,
অশ্রু-অনল ঠিকরি' পড়িছে লক্ষ চক্ষে তার ;
মুমূর্ষু-প্রিয়া শয়ন-শিয়রে আশু-আসন্ন মরণের ছায়া হেরি'
বসুমতী-পতি কাঁদিছে সূর্য—কাঁদিছে নিঃসহায় —

কবে কোন্ কালে অনাদি অতীতে মোরা
দু'জনে মিলিয়া গাঢ়-বন্ধনে ছিনু অখণ্ড এক,
দুয়ের মাঝারে দু'জন পূর্ণ প্রেমে।
বিরহ-বিহীন উষ্ণ আলিঙ্গনে
বক্ষে বক্ষ চাপি' আনন্দে স্বপ্ন-নিলীন ছিলে তুমি প্রিয়তমা।
হায়, সে মদির মধুমিলনের বেলা
ভবিতব্যের অন্ধ গহ্বরেতে
গরজি' উঠিল বজ্রের ধ্বনি সম
সৃষ্টি-কাতর স্রষ্টার অভিশাপ—
এক হবে বহু, বিচিত্র লীলাময়।
আমারে ঘিরিয়া অসীম বিশ্বে জাগিয়া উঠিল সৃষ্টি-চঞ্চলতা,
সৌরজগৎ মহাপ্রচণ্ড লভিল ঘূর্ণিবেগ।

মুমূর্ষু পৃথিবী

আমারো অখিল সত্তা উঠিল কাঁপি'
মহামণ্ডলে ঘুরিতে লাগিনু লক্ষ লক্ষ ঘূর্ণি সমান বেগে
বেগের আগুন জ্বলিয়া উঠিল বক্ষে অকস্মাৎ,
মোর অখণ্ড সত্তারে ঘিরি' জ্বলিল বহ্নিরাশি।
সে দাহ দুর্বিষহ;
দাউ দাউ জ্বলে লেলিহ-জিহ্ব বহ্নি চক্রাকারে;—
আমি নাই প্রিয়া, আমারে ঘিরিয়া আছে
অসীম শূন্যে বিগলিত ধাতু-বৃত্ত বহ্নিমান।

সেই দুঃসহ বহ্নি-দহন হ'তে
বক্ষ হইতে ঠিকরি' পড়িলে তুমি,
আমারি বক্ষ-বেগ-সঞ্জাত গতির প্রবাহ নিয়ে
তুমি চলিয়াছ দূর হ'তে আরো দূরে।
জানি না তো প্রিয়া—কত দূরে যাবে তুমি,
নাগাল পাই না স্মৃষ্টির সীমানার।

তবু তাই ভাল, তুমি আজো বেঁচে আছ,
আমার বক্ষ-অনল হইতে লক্ষ যোজন দূরে
প্রাণ নিয়ে তুমি আজো বেঁচে আছ তাই
নহিলে হেথায় নবনী-শীতল তোমার তন্বী-তনু
আমারি মতন পুড়ে ছাই হ'য়ে যেত,
আমার বক্ষে রহিত কেবল তোমার ভস্ম-শেষ।

ক্ষ ণ - শা শ্ব তী

তুমি চ'লে গেলে দূরে,
বিরহ-দাহন শুরু হ'ল মোর সর্ব অঙ্গ ঘিরে ;
অমনি তোমারে টানিতে চাহিনু প্রেমের আকর্ষণে,
তুমি চ'লে যাও আমারি চলার বেগে
আমি চাই তোমা ঘিরিয়া রাখিতে আমারি বক্ষ মাঝে :
সৃষ্টির আদি হ'তে
চলিয়াছে এই তোমার-আমার ধ'রে-রাখা চ'লে-যাওয়া।

তুমি যবে চ'লে গেলে
আকাশ-ভুবন ঘিরিয়া রহিল কেবল অন্ধকার।
নীরন্ধ্র সেই অন্ধ অন্ধকারে
বুঝিতে নারিনু কোথায় চলেছ তুমি ;
বুকের আগুন লক্ষ চক্ষে ধরি'
তোমার পিছনে করিনু আলোক-পাত।
প্রাণ হ'তে প্রিয়, অয়ি প্রিয়তমা মোর,
আমারি বক্ষ-অনল-শিখায় দহিয়া দহিয়া তুমি
চলেছ একেলা দূর হ'তে আরো দূরে।
বক্ষে জ্বলিছে আমারি দেয়া সে বক্ষের দাবানল!

সহিতে পারি নি প্রিয়া,
তোমার প্রাণের বেদনা দুর্বিষহ
আমার বক্ষে বাজিল অসহ হয়ে।
বুকের অনল ব্যথায় গলিয়া শীতল অশ্রুধারে

মুমূর্ষু পৃথিবী

ঝরিয়া পড়িল তপ্ত বক্ষে তব।
ঝরিয়া পড়িল বিরহী-প্রেমের সুশীতল বর্ষণ।
অজস্র সেই অশ্রু-আসারে নিভালো তোমার দেহের বহ্নি-তাপ,
প্রতপ্ত দেহ হ'লো পুন সুশীতল।
হায় অভাগ্য, আমার চোখের ধারা বন্ধনহীন
লক্ষ ধারায় ঝরিতে লাগিল শুধু,
অশ্রু-প্লাবনে ভাসিয়া চলিলে তুমি,
ডুবে গেলে সেই সলিল-বৃষ্টি মাঝে।

নাই নাই, তুমি নাই।
সলিল-মগ্ন তোমারে না হেরি' কাঁদিল বিরহী-প্রাণ।
কোথা প্রিয়া মোর, কোথা তুমি প্রিয়তমা ;
এ যে শুধু জল, অতল সলিল—ঘুরিছে শূন্য মাঝে,
কেবল ঝঞ্ঝা, ঝড়ের কুজ্ঝটিকা !

বিরহ-দাহ্য পাঠানু আমার তপ্ত আলোক-শিখা,
সে বহ্নিতাপে শুকাল সলিল রাশি,
বন্ধ হইল মত্ত ঝঞ্ঝা-ঝড়,
বিশ্ব-আকাশ কিসের আবেশে ঘুমায়ে পড়িল যেন,
সৌরজগৎ প্রশান্ত নির্বাত।

সে শুভলগনে ভাসিয়া উঠিলে তুমি,
ভাসিয়া উঠিলে সলিল-সমাধি হ'তে।

ক্ষ ণ - শা শ্ব তী

কি মধুর, কি মধুর !
চূর্ণ চিকুর, সিক্ত বসন, স্নান সমাপন করি'
আমার সামনে আসিয়া দাঁড়ালে নবীন জন্ম নিয়া।
নব-যৌবন-লাবণি-চিকণ-শ্যামা,
ষোড়শী-রূপসী-তরুণী ধরণী মোর ;
তুষার-কাঁচলি ঢাকিয়া রয়েছে পীন-উন্নত বুক,
কটিবাস হ'য়ে দুলিছে শ্যামল ঘন-বন-প্রান্তর,
চরণে নূপুর রিনি-ঠিনি বাজে সমুদ্র-কল্লোল।
আমার প্রিয়ারে হেরিনু আবার আমি,
শ্যামল সুষমা স্নিগ্ধ নয়নারাম !

তার পরে বার বার
নব নব রূপে সেজেছ রূপেশ্বরী।
কত বরণের অঙ্গভূষণ, কত বিচিত্র বেশে
দেখা দিলে তুমি লক্ষ বর্ষ ধ'রে।
সেই যে প্রথম জল-কেলি নিয়ে শুরু হ'লো তব খেলা-
সলিল-শিশুরে মাতৃবক্ষে ধরি',
অর্ধ সলিলে, অর্ধ বক্ষে তব।
তার পরে দেখি আঁচল ধরিয়া হাঁটিতে শিখিল শিশু,
ঘন-অরণ্য-অঞ্চলে তব বিচরিল কৌতুকে ;—
ক্রমবর্ধিত সন্তানে হেরি' আমিও হলাম সুখী।
ধীরে তার বুকে জাগিল কাকলি, অস্ফুট মধু-ভাষা,
তার পরে পেলে বক্ষে তোমার বহু সাধনার পরে

মুমূর্ষু পৃথিবী

স্থষ্টির সেরা ধন—
মানুষ—তোমার মানস-সুসন্তান।

লক্ষ বর্ষ কেটে গেছে তার পরে।
সুখী, আজ তুমি সত্যই সুখী ধরা!
আজ তুমি শুধু প্রিয়া নও, তুমি মাতা সন্তানবতী ;
একনিষ্ঠ সে বক্ষের প্রেম জীর্ণ হয়েছে আজ,
সন্তান-স্নেহ জেগেছে মায়ের বুকে।
প্রাণের কামনা ছড়ায়ে পড়েছে বিভিন্ন দিক দিয়া ;
তোমার-আমার প্রেমের আকর্ষণ
শিথিল হয়েছে বৃদ্ধ বয়সে আজ।

হায় গো বসুন্ধরা,
সন্তানে পেয়ে ভুলে গেলে তুমি জীবন-স্বামীরে তব ?
তবু তো জান না প্রিয়া,
এতদিন ধ'রে টেনেছি তোমারে প্রেমের আকর্ষণে
আজ আমি আর পারি না যে বসুমতী।
তোমার প্রাণের শক্তিরে তুমি নিজেই পঙ্গু ক'রে
করেছ আমারে একান্ত অসহায়।

তুমি ডুবিতেছ, তোমার বক্ষে লক্ষ স্বপ্নছবি।
কোটি নভ-চারী গ্রহ-তারকারা টানিছে তোমারে সবে,
একনিষ্ঠ সে সাধনা ভুলেছ তুমি—
কি ক'রে তোমাকে বাঁচাব বসুন্ধরা!

তুমি ডুবিতেছ দুর্বার বেগে চির-দিবসের মত,
তুমি ডুবিতেছ অন্ধ লক্ষ্যহারা।
আমার শিথিল প্রেমের গ্রন্থি যেদিন ছিন্ন হবে,
—হবে নিশ্চয়, স্রষ্টার অভিশাপ।—
হে প্রিয়া, তোমার সেদিন সর্বনাশ।

ঐ হেরিতেছি সৃষ্টি মথিয়া ঘুরিতেছে মহাকাল,
ধ্বংস-বিলাসী ঐ আসে প্রমথেশ,
বধির কর্ণে শুনি তার তাণ্ডব—
সৃষ্টি ধ্বংস হবে।
প্রলয় প্রলয়, মহা-প্রলয়ের শুরু,
কর্ণে রণিছে তারি ডম্বরু-নাদ।
ক্লান্ত আঁখিতে হেরিতেছি তার বিশ্বগ্রাসী ছায়া,
সে ছায়া তোমার ম্লান-পাণ্ডুর আননে ঘনায় ধীরে

অয়ি ধরিত্রী, অয়ি মোর প্রিয়তমা।
একবার—শুধু একবার বলো আজ—
'ভালোবাসি প্রিয়, ভালোবাসি প্রিয়তম।'
তোমার মুখের শেষ-নিমেষের সে প্রেম-মন্ত্র শুনি'
আমার ধ্বংস সহিব বিপুল সুখে।

পত্রদূতী

"মেজ বৌদি' তোমার বল রাখলে কোথায়
সেই চিঠির তোড়া ;—
মিছে গম্ভীরতায় আর লাভ কি হবে
যদি নয়ন-কোণে হাসি ফুটেই রবে ;
ঢেকে রাখ্‌তে যাওয়া
মানে লজ্জা পাওয়া,—
বাজে ঠাট্টা ও সব বুঝি করতে মানা,
আর লুকিয়ে কি কাজ বল, সব তো জানা,
মেজ দাদার চিঠি দেখে চিন্‌তে পারি
খামে হোক্ না মোড়া ;
মেজ বৌদি' তোমার বল রাখলে কোথায়
সেই চিঠির তোড়া ?

"ভাবো তুমিই সজাগ আর আম্‌রা ঘুমাই
সবে চক্ষু বুজি',
যেন কেবল তুমিই শুধু বুদ্ধিমতী
আর আম্‌রা সবাই মিলে মূর্খ অতি।
দূর বিদেশ থেকে
দাদা পত্র লেখে,

তাতে লজ্জা কিসের, অত ছল বা কেন,
ওমা, আকাশ থেকে মেয়ে পড়ল যেন,
খামে পত্র এলে বল দুষ্টু মেয়ে
খুশি হও না বুঝি ?—
ভাবো তুমিই সজাগ আর আম্‌রা ঘুমাই
সবে চক্ষু বুজি' ?

"রোজ ডাকের সময় এলে তাকাও কেন
ওই পথের পানে,
দূর বিদেশ থেকে কারো আস্‌লে চিঠি
চেয়ে 'পিয়ন্‌' পানে হয় উজল দিঠি,
নির্‌- নিমেষ আঁখি
দেয় কেবল ফাঁকি,
বেণু- বনের মত বুকে কাঁপন জাগে,
শেষে দীর্ঘনিশ্বাস চেপে রাখন্‌ লাগে ;
রোজ পত্র পেতে শুধু মিথ্যা আশা
সে তো সবাই জানে ;
তবে ডাকের সময় এলে তাকাও কেন
শুধু পথের পানে ?"

* *

ত্র দূ তী

“ভাই, মনের খুশি শুধু বাহির দিয়েই
কভু যায় না ঢাকা,
আর লুকিয়ে কি লাভ, আয় বদল করি,
দে না ঠাকুরজামাই কি যে লিখল পড়ি;
দূর প্রবাস থেকে
প্রেম- সুবাস মেখে
নিয়ে গোপন কথা, দিবা- স্বপন যত
আসে প্রিয়ের চিঠি প্রিয়া- মনের মত.
ঠিক দুদিন পরেই চিঠি না পাও যদি
ঠেকে জীবন ফাঁকা ;—
বিনা পত্রদূতী বল্ কেমন ক’রেই
যায় একলা থাকা ?”

ফিরে এসো, এসো প্রাণলক্ষ্মী

বৃহস্পতির শেষে আকাশের এলোকেশে
কালো হ'য়ে এলো মেঘপুঞ্জ,
কি যেন কি শঙ্কায় দিগ্‌বালা চমকায়,
কেঁপে ওঠে ঘন বনকুঞ্জ।
প্রমত্ত ভৈরব করে মহা তাণ্ডব,
আসে বৈশাখী ঝড়-বৃষ্টি,
প্রলয়-অগ্রদূতে বজ্র ও বিদ্যুতে
তোলপাড় ক'রে তোলে সৃষ্টি।
গো-পাল গোষ্ঠ হ'তে ছুটিয়াছে গ্রাম-পথে,
প্রাণভয়ে দৌড়ায় পান্থ ;
গহন গভীর বনে হিংস্র শ্বাপদগণে
মহাভয় করেছে অশান্ত।
কালো আকাশের তলে প্রাণপণে উড়ে চলে
তরু-আশ্রয়-হারা পক্ষী ;—
তুমি মোর পাশে নাই প্রাণ কাঁপে ত্রাসে তাই,
ফিরে এসো, এসো প্রাণলক্ষ্মী।

নয়নে অন্ধকার ভবনে বন্ধ দ্বার
আশ্রয় কোথা পাবে যাত্রী,

ফিরে এসো, এসো প্রাণলক্ষ্মী

ঘন-গর্জন ক্রমে বাড়িতেছে পঞ্চমে,
হতেছে ভয়ংকর রাত্রি।
বজ্র মাথার 'পরে— তরুশাখা ভেঙে পড়ে,
দুর্গম পিচ্ছিল পন্থ,
ঝরিছে অঝোর ধারা, লক্ষ্য কি হ'লো হারা,
পথেরো কি মিলিবে না অন্ত ?
বৃষ্টির হিম লেগে কাঁপুনি বাড়িছে বেগে,
পা বুঝি পারে না আর চলিতে—
বিদ্যুৎ-আলো-রেখা চকিতেই দিয়ে দেখা
আঁধারে লুকায় মোরে ছলিতে।
তুমি আর কত দূরে খুঁজে ফেরো বন্ধুরে—
ছুটিয়াছ কোন্ আলো লক্ষ্যি' ?
প্রাণ কাঁপে শঙ্কায় কি জানি কি হ'লো হায়,
ফিরে এসো, এসো প্রাণলক্ষ্মী।

হেন দুর্যোগ-রাতে এসো চলি এক সাথে,
চলি আমাদের দূর লক্ষ্যে,
সাথী আর কেহ নাই আশ্রয়-গেহ নাই,
শুধু আছে ভালোবাসা বক্ষে।
চলিবার আছে পথ পথিকের মনোরথ
বিশ্বাসী আশা আর শক্তি ;

ক্ষ ণ - শা শ্ব তী

আছে দু'টি প্রাণময় একই প্রেমে তন্ময়
বিশ্ব-ভুলানো অনুরক্তি।
বোঁও-বোঁও শন-শন কাঁপে প্রান্তর-বন,
ঝরিছে করকা-ধারে বৃষ্টি,
শ্মশান-শিবের পাশে করালী কালিকা হাসে,
বুঝি বা ধ্বংস হবে সৃষ্টি।
এ ঘোর বিপদ থেকে বক্ষে আগুলি' রেখে
কেমনে তোমারে আজ রক্ষি'?
প্রেম-আশ্রয়ে মোর ফিরে এসো সত্বর—
ফিরে এসো, এসো প্রাণলক্ষ্মী।

একটি সুর

মুখর দিনের কোলাহল মাঝে মনোহর সেই একটি সুর
মনের গোপনে রণিয়া রণিয়া ওঠে,—
কখনো প্রাণের প্রান্ত-সীমায়, কখনো আবার বহু সুদূর ;—
মধুর গন্ধে চিত্ত-কমল ফোটে।
কভু সচেতন, কভু অচেতন, অবচেতনার প্রদেশ তার,
আপনি সে জাগে, আপনি ঘুমায়, প্রয়োজন নাই প্রচেষ্টার ;
কভু সচকিতে, কভু সুনিভৃতে, কভু বা দিবসে, কভু রজনীতে,
হিল্লোল তুলি' সারা প্রাণমন লোটে ;
কখনো প্রাণের প্রান্ত-সীমায়, কখনো আবার বহু সুদূর ;
মধুর গন্ধে চিত্ত-কমল ফোটে।

ভোরের বেলায় ঘুম ভেঙে যায় প্রভাত-রবির আলোক চুমি'
অমনি তাহার পরশন পাই প্রাণে,
প্রথম-পাখির কাকলি যখন মুখরিত করে কানন-ভূমি
আমাতে তখন সে সুরে গমক টানে।
গণ-জনতার কল-কোলাহলে যবে আপনারে ভুলিয়া থাকি—
কর্ম-জীবনে জগতের সনে আলো-আবরণে আপনা ঢাকি,
আকস্মিকের রহস্য-ভরে তখন সে মোরে বিস্মিত করে,
চকিত চেতনা ফিরে অন্তর-পানে ;—
প্রথম-পাখির কাকলি যখন মুখরিত করে কানন-ভূমি
আমাতে তখন সে সুরে গমক টানে।

ক্ষ ণ - শা শ্ব তী

প্রাণের উপরে অশ্রু-হাসির বিচিত্র রূপ সংগীতের,
ভিতরে তাহার কেবল একটি সুর ;
যখন সকল শেষের সীমায় অবসান হয় সব গীতের
তখন সে করে প্রাণমন ভরপুর।
চঞ্চল দিন, ক্লান্ত গোধূলি, শ্রান্ত সন্ধ্যা, সুপ্ত নিশি,
সবারি রাগিণী আসে আর ভেসে কোন্ অনন্তে যায় যে মিশি' ;
মোর সে রাগিণী মোর মনে আসি' শ্রান্তি-ক্লান্তি নিমেষে বিনাশি'
চির-আনন্দে করে সে স্বপ্নাতুর ;
যখন সকল শেষের সীমায় অবসান হয় সব গীতের
তখন সে করে প্রাণমন ভরপুর।

সে সুর তোমার মঙ্গলময় চির-মিলনের মাধুরী-মাখা,
সে সুর তোমার প্রেমের সঞ্জীবনী ;
সে সুর মোদের চির-জীবনের চিরন্তনের স্বপন-পাখা—
সে সুর ভুলিবে কালের বিস্মরণী।
মৃত্যুর পারে জীবন তাহার, কালপুরুষের রাজ্য ছাড়ি',
চির-প্রাণময় প্রয়াণ তাহার শাশ্বত লোকে দেয় সে পাড়ি ;
অনাদি কালের প্রেমিক-প্রাণের সেই মূল সুর সকল গানের,
অসীম বিশ্বে সে সুর চিরন্তনী।
সে সুর মোদের চির-জীবনের চিরন্তনের স্বপন-পাখা—
সে সুর নিখিল-প্রেমের সঞ্জীবনী।

রজনীগন্ধা

পুষ্পাধারে শুষ্কশাখা কয়েকটি রজনীগন্ধার,
মূলচ্যুত ম্লানবৃন্তে ফুটিয়াছে বিধবা-শুভ্রতা ;
তোমারি প্রীতির চিহ্ন বহে তারা অয়ি প্রিয়ব্রতা,
আনন্দিত সুন্দরের স্মৃতি তারা সেদিন সন্ধ্যার ।

রজনীগন্ধার মত শ্বেত-শুভ্র তোমারো প্রণয় ;
রজনীগন্ধার মত মূলচ্যুত প্রীতির বোঁটায়
তোমারো হৃদয়-পুষ্প সুগোপনে কুঁড়িরে ফোটায়,
রজনীগন্ধারি মত সুরভিতে মন মুগ্ধ হয় ।

রজনীগন্ধার গন্ধ সুকোমল স্নিগ্ধতায় মাখা,
আমোদিত করে মন যবে যাই নিকটে তাহার ;
তোমার প্রেমের স্পর্শ নিকটের ধারে না কো ধার,
আমোদিত করে সদা ; যদিও তা চিত্তপুটে ঢাকা ।

সুরভি-মদির চিত্তে ভেসে ওঠে প্রণয়-সুরভি,
রজনীগন্ধারে তাই ভালোবাসে প্রেমমুগ্ধ কবি ।

সর্বজয়া

শেফালির ডালে শীতের জড়িমা, কুহেলিতে ভরা প্রাণ,
শরৎ-প্রাতের সব সমারোহ হ'য়ে গেছে অবসান।
স্থলপদ্মের কুঁড়িটি কাঁপিছে, আড়ষ্ট তার বুক,
মৌমাছি আর তাহারে ঘিরিয়া করে না কো কৌতুক।
মল্লী-মালতী মুখ লুকায়েছে শ্যামল পাতার ফাঁকে,
গন্ধরাজেরা গন্ধ বিলাতে দখিনারে নাহি ডাকে !
শীতের ভয়েতে ফুলবনে আর ফুল-কলি নাহি ফোটে,
জরার কাঁপনে নীরবে গোপনে প্রাণ গুমরিয়া ওঠে।
এমন সময় সর্বজয়ার শিহরি' উঠিল ডাল,
অসময়ে আজ ডাক এলো তার—লজ্জায় তাই লাল।
কাননের কোণে কাটায়েছে কাল সুগোপন নিরালায়,
শরতের শুভ-মুহূর্ত তার ব্যর্থ হয়েছে হায় !
রজনীগন্ধা সৃষ্টির সুখে কতো না গর্বভরে
তাহার বুকের বন্ধ্যা-দশারে গেছে ইঙ্গিত ক'রে।
ঊষর বক্ষে তখন তাহার ভরিয়া উঠেছে ব্যথা—
সৃষ্টির লাগি' সারা বুক জুড়ে ছিল কত ব্যাকুলতা !
সেদিন সে কেন ফুটিতে পারে নি যেদিন কানন ঘিরে
পুষ্পবিলাসী এসে পুনরায় চলিয়া গিয়াছে ফিরে।
বেশি তো চাহে নি কিছু,
সেও চেয়েছিল ফুটিয়া উঠিতে সকলের পিছু পিছু।

সর্বজয়া

আজিকে যখন ডাক এলো তার, হয়ে গেলো অসময়,
নিরালা কাননে একেলা এখন কেমনে সে জেগে রয় !
মৌমাছি আর কুঞ্জে আসে না, ভ্রমর ভুলেছে পথ ;
মলয়-পরশে বারেকো তাহার পূরিবে না মনোরথ ?
সকলে তাহারে একেলা ফেলিয়া লুকিয়ে ব্যঙ্গ করে,
অসময়ে এসে এতো অসহায়, কেমনে সে প্রাণ ধরে ?
গোলাপের মত সুবাস তাহার নেই, ভালো ক'রে জানে,
রূপের গরিমা গোপনেও কভু জাগে নি কো তার প্রাণে।
শুধু এতো কাল কামনা করেছে দেবতার পায় ধরি'
তাহার বুকের বন্ধ্যা এ দশা নিয়ে যান তিনি হরি'।
আর কিছু চাহে নি সে,
শুধু একবার ফুটিতে চেয়েছে সকলের সাথে মিশে।
তাহার বুকের এতো তপস্যা,—এই বুঝি তার ফল,
সারা কাননের উপহাস সহি' কাঁদিবে সে অবিরল ?
সময়ে যখন এলো না তখন অসময়ে কেন এলো,
একেলা কাননে সর্বজয়া যে লজ্জায় ম'রে গেলো !

রবীন্দ্র-শরণ

আজ পাশে কেহ নাই, একা আমি কৃষ্ণপক্ষ রাতে—
প্রাণের দোসর যারা আজ সব রহিয়াছে দূরে,
অন্ধ অন্ধকার মাঝে হারাইনু অন্তর-বঁধুরে ;
নিঃসঙ্গ হৃদয় নিয়ে রাত্রি জাগি রিক্ত নিরালাতে।

অতীতের সুখস্বপ্ন অতীতেই নিঃস্ব হ'লো সব,
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আসিতেছে সম্মুখে আমার ;
কালের ত্রিশঙ্কু আমি, ঊর্ধ্বে নিম্নে শুধু অন্ধকার—
তবু হায়, করিতেছি অজানার প্রতীক্ষা-উৎসব।

মোর সাথে আজ শুধু তুমি আছ, হে মরমী কবি,
নীরন্ধ্র নিরাশা মাঝে তুমি মোর একক আশ্রয় ;
তব বাণীরস-সঙ্গে অন্তরঙ্গ হ'লো মধুময়,
সে মধুর রসাস্বাদে দুঃখ-তাপ ভুলেছিনু সবি।

হে কবি, হে মোর কবি, আজ তুমি একান্ত আমার,
বন্ধুর সুন্দর স্নেহে ভুলায়েছ জীবনের জ্বালা,
মধুর করেছ তুমি সঙ্গ দিয়ে আমার নিরালা,
মুমূর্ষা-ঊষর প্রাণে আনিয়াছ অমৃত-আসার।

শূন্য প্রাণ পূর্ণ করি' এলে তুমি নয়নাভিরাম,
আশ্রিত-প্রাণের অর্ঘ্য—অশ্রুমালা গাঁথিয়া দিলাম।

মধু ঋতু

ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ঝরিতেছে জ্যোৎস্নার ঝর্ণা,
লক্ষ তারকা-আঁখি মেলিয়াছে নীলাকাশ শূন্যে।
নিম্নে ধরণী-বধূ কি মধুর সুবর্ণ-বর্ণা,
বিশ্ব শান্তিময় জ্যোৎস্না-মিলন-প্রেম-পুণ্যে।
কিশলয়-গুঞ্জনে ভরিয়াছে মধু-বন-বীথিকা,
পত্রের মর্মরে রণিতেছে অশ্রুত গীতিকা,
সমীরণ-হিল্লোলে বিহ্বল কল্পনা ভাসিছে,
দক্ষিণা কানে কানে কি বার্তা কহিতেছে পুলকে,
লক্ষ যোজন হ'তে কে যেন কাহার লাগি' আসিছে,
তারি আগমনী-গান রণিতেছে স্বর্গে ও ভূলোকে!

এসেছে এসেছে নেমে বিশ্ব-ভুলানো মধু-স্বপ্ন,
এসেছে এসেছে প্রেম অমরার দেবতার কাম্য,
মানব-দেবতা মিলে তারি গূঢ় সাধনা-নিমগ্ন,
পৃথিবী-ত্রিদশালয়ে গ'ড়ে ওঠে অপূর্ব সাম্য।
স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নালোকে নীপ-ছায়া-সুশীতল কুঞ্জে
মধু-ঋতু-মাধুরীতে যুগল মিলন-কেলি ভুঞ্জে,
অধর বাক্যহারা ওষ্ঠের সুধাপানে মগ্ন,
রোমাঞ্চ-শিহরণে নিমীল নয়ন কাঁপে আবেশে
কবোষ্ণ আশ্লেষে দোঁহে গাঢ়-বন্ধনে লগ্ন,
তবু হিয়া কেঁদে মরে,—ব্যবধান ঘুচিল না, ভাবে সে।

ক্ষ ণ - শা শ্ব তী

আরো কাছে এসো প্রিয়া, এক হ'য়ে মিশে যাই দু'জনে,—
অতৃপ্তি-অস্ফুট পুরুষ-কণ্ঠে ভাষা ফুটিল ;
রমণী মৌনময়ী সমাহিত প্রিয়তম-পূজনে,
নীরব নয়নে তার হৃদয়ের ভাষা ভেসে উঠিল।
লজ্জায় চাঁদ চুপে অপাঙ্গে চেয়ে দেখে লালসে ,
কুঞ্জের মন্দিরে দু'জনে এলায়ে পড়ে আলসে,
নরম ঘুমের মত জ্যোৎস্না নামিছে কেলি-কাননে,
মৃদু হাওয়া কানে কানে ঘুম-পাড়ানিয়া গান গাহিছে,
শ্রান্তি-তৃপ্তি মিশে কিবা শোভা ফুটিয়াছে আননে !
প্রসুপ্ত দু'টি প্রাণ মিলনের স্বপ্নেতে নাহিছে।

ধীরে শেষ হ'লো রাতি, ফিকে হ'লো পূর্ণিমা-চন্দ্র,
জ্যোৎস্নার অপ্সরা উষালোকে মিলাইল আকাশে,
প্রভাতের জাগরণে বাজিল দিনের ভেরী-মন্দ্র,
রজনীর মন্দির—দিবসেতে মনে হ'লো ফাঁকা সে।
জাগ্রত পুরুষের আপনারে মনে হ'লো নিঃস্ব,
সুদূর শূন্যপথে মিলায়েছে নিশীথের বিশ্ব ;
প্রাণের স্বপ্নহারা সে রয়েছে একেলা একান্তে
প্রিয়া আছে প্রেম নাই, স্মৃতি আছে অতীতের তথ্য,
সে যেন পড়িয়া আছে অজ্ঞাত রহস্য-প্রান্তে,
বক্ষে সাক্ষী আছে, নাই প্রাণে জীবন্ত সত্য।

মধু ঋতু

আসন্ন বিরহের বেদনায় কাঁদিছে প্রেমার্তা,
ব্যথিত-কাতর সুরে কহে, প্রিয়, মোরে ছেড়ে যেয়ো না,
নারীর জীবনে মোর আনিয়াছ অমর্ত্য বার্তা,
এহেন পুণ্যক্ষণে বিষাদ-নয়ন তুলি' চেয়ো না।
প্রিয়া তার বল্লভে দু'হাতে আঁকড়ি' ধরে আবেশে,
পুরুষ শঙ্কা গনে, নিরুপায় কি করিবে ভাবে সে ;
কোথা প্রেম কোথা প্রেম, প্রেমহারা অন্তর রিক্ত,—
রাত্রিতে নেমেছিল, দিবসে সে চ'লে গেছে সুদূরে,
যে সুধা অমৃত ছিল, আজ তাহা বিস্বাদ তিক্ত ;
প্রেমহীন বুকে হায় কেমনে সে ধ'রে রাখে বধূরে !

যে-নারী দিয়েছে ধরা আপনারে নিঃশেষে সঁপিয়া
কেমনে এখন তারে বক্ষ হইতে ছিঁড়ে ফেলিবে ?
তবু এই ছলনায় অন্তর ওঠে নিঃশ্বসিয়া,
আপনারে নিয়ে আর কত কাল মিথ্যা সে খেলিবে ?
ভাবনার অবসর ছিল না তো কালিকার রাত্রে,
জ্যোৎস্না মদির ছিল, অমৃত পূর্ণ ছিল পাত্রে ;
সন্দেহ-সংশয় হৃদয়ে ছিল না এক কণাও,
অকুণ্ঠ অন্তরে পেরেছে সে তারে ভালোবাসিতে,
তন্ময় ভালোবাসা দিয়েছে সে অনন্যমনাও
দুই জনে এক হ'য়ে ভাসিতে পেরেছে সুখরাশিতে।

ক্ষ ণ - শা শ্ব তী

তবু হায় আজ ভোরে ছিঁড়ে গেছে জীবনের গ্রন্থি—
প্রেমের ঐকতানে বাজিতেছে বিভিন্ন রাগিণী,
চির-চারী পুরুষের হৃদয় সুদূর নভ-পন্থী,
প্রেমময়ী নারী তবু সমর্পণেতে অনুরাগিণী।
রমণী আত্মহারা নিজেরে হারায় প্রিয়-বক্ষে,
অসহায় শূন্যতা ভেসে উঠে পুরুষের চক্ষে ;
যাহারে চেয়েছে কাল আজ সে তো তাহাতে নিমগ্না,
নিজে কেন তবে হায় পলায়ে বাঁচিতে চায় শুধু রে !
জ্যোৎস্না-স্বপন নাই, বাসী মালা কণ্ঠেতে লগ্না,—
প্রিয়ারে জড়ায়ে বুকে পুরুষ প্রেমেরে খোঁজে সুদূরে !

মৃত্যু ও প্রেম

মোরা মরণে করি না ভয়—
শোনো তন্বী তরুণী প্রিয়া ;
প্রেমে মরণেরে করি জয়,
বেঁচে রহিব আমরা প্রেমের অমিয় পিয়া।

যবে তারকা-চন্দ্র-তপনে
বাঁধা কক্ষে চলিবে দুলিয়া,
মোরা নিরালা নীরব স্বপনে
প্রেমে রহিব বিশ্ব ভুলিয়া।

দূরে মৃত্যু রহিবে দাঁড়ায়ে
সে তো মোদেরি আজ্ঞাধীন,
তারে ডাকিব দু'হাত বাড়ায়ে
এই প্রাণের স্বপন শেষ হবে যেই দিন।

ধীরে কালপুরুষের তরণী
তার প্রলয়ের পাল খুলিবে,
এই জীর্ণ পুরানো ধরণী
তার বিগত দিনের পুরাতন কথা ভুলিবে

ক্ষণ-শাশ্বতী

দূর শূন্য সুনীল গগনে
কত নব গ্রহতারা হাসিবে ;
সেই নব-সৃষ্টির লগনে
শুধু পুরানো এ প্রেম আসিবে।

চির- জীবন লভিয়া মরণে
মোরা রহিব নিখিল ব্যাপিয়া,
প্রেম প্রেমীরে রাখিবে স্মরণে—
তার শাশ্বত সুর উঠিবে মৃত্যু ছাপিয়া।

পূরবী

আজিকার সন্ধ্যাশান্ত ছায়াঘন কুঞ্জনিরালার
সুরভিত পুষ্পবীথিতলে,
মোদের মিলন-নাট্য টেনে দিক যবনিকা তার
রজনীর সুনীল অঞ্চলে।
অস্তাচল-তপস্বিনী গোধূলির অলক্ত-লিখন
দিগ্বধূর গৃহাঙ্গণে আঁকি' দিল সান্ধ্য-আলিপন,
পূর্বাচলে রাত্রি এলো কৃষ্ণনীল কুন্তল এলায়ে,—
স্বপ্ন তার নামিছে ধরায় ;
এমন গোধূলি-লগ্নে শেষবার দু'হাত মিলায়ে
যাই তবে, হে বন্ধু, বিদায়।

কৈশোর-সীমান্ত ছাড়ি' যৌবনের মধুকুঞ্জবনে
প্রিয়সখী পেয়েছি তোমারে,
প্রথম-উষার মত ভেসেছিলে তুমি মোর মনে
জ্যোস্নাস্নাত সুষমাসম্ভারে।
স্বপ্নমাখা কিশোরীর অনবদ্য তনুদেহে তব
সলীল হিল্লোলময় লীলালাস্য কি বা অভিনব!
চকিত বিস্ময়ে আমি হেরিলাম মানসী দয়িতা,
কাব্যলীনা ছন্দসী আমার,—
তোমার মসৃণ কণ্ঠে তুলে দিনু, হৃদয়-সবিতা,
নবতম কবিতার হার।

তারপরে এলো মোর প্রেমাপ্লুত প্রথম প্রভাত,
যৌবনের নব জাগরণ,
মানসী রচনা করি' প্রণয়ের অমৃত-প্রপাত
সিক্ত করি' দিল তনুমন।
প্রেমের মোহন গানে পূর্ণ হ'লো জীবন আমার,
ক্রন্দসী নন্দিত হ'লো স্পর্শ লভি' সেই অনামার ;
পুষ্পে এলো পরিমল, কুঞ্জে শোভা, বনানীতে বাণী,
মলয়ায় জাগিল হিল্লোল ;
আমারে দক্ষিণ করে বরে' নিল জীবনের রানী—
প্রাণে মোর দুলিল হিন্দোল।

সেদিন মিলন-লগ্নে পার্শ্বে তুমি ছিলে অকুণ্ঠিতা,
প্রিয়তম-প্রেমস্বপ্নলীনা,—
জীবন-লক্ষ্মীরে মোর বরে' নিতে, হে অবগুণ্ঠিতা,
কণ্ঠে নিলে মিলনের বীণা।
তার পরে আমাদের নীড়প্রীত প্রেম-কল্পনায়
তুমিই সঙ্গিনী ছিলে—জাগরণে অথবা তন্দ্রায়,
যখন বিশ্রব্ধ শ্লোক শান্ত হ'তো মৌনতার মাঝে,
ক্লান্ত-কেলি হ'তো অবসান ;
তখন আসিতে তুমি মৌনময়ী শুচিস্মিত লাজে,
গেয়ে যেতে বিশ্রামের গান।

অবশেষে একদিন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ অমাবস্যা-রাতে
ক্ষণিকার গান হ'লো শেষ,
সেদিন বিরহী-বীণা মুহুর্মুহু ক্রন্দনিল হাতে—
কর্ণে বাজে আজো তার রেশ।
সেদিন আমার বক্ষে জেগেছে যে অধীর ক্রন্দন
তোমার সাহানা মাঝে শুনেছিনু তাহার স্পন্দন;
দুর্বিষহ বিরহের মর্মদাহী সেই বেদনায়
আত্মহারা ছিনু মুহ্যমান;
এলে তুমি অশ্রুমুখী, সঞ্জীবন-মন্ত্র রসনায়,
শুনাইলে জীবনের গান।

প্রথম-প্রেয়সী মোর, ছন্দময়ী জীবনের মিতা,
নিরপেক্ষ-কল্যাণকামিনী,
অনন্ত-রূপসী রমা, আজো তুমি নহ পরিচিতা,
হে অদৃশ্যা, স্বপন-স্বামিনী।
কাতরে সুধাই তোমা সমাসন্ন বিদায়-লগনে
পরিপূর্ণ স্বরূপিণী দেখা দাও, হে প্রিয়ললনে,
রহস্য-গুণ্ঠন তব ছিন্ন করি' বারেকের মত
আপনার দাও পরিচয়;
অশ্রুমৌন অভিমানে রহিয়ো না এখনো আনত,
খোলো মুখ, ঘুচাও সংশয়।

ক্ষ ণ - শা শ্ব তী

আজিকে আমার নীড়ে আকাশের এসেছে আহ্বান,
স্তবগান বিশ্বদেবতার—
মাটির প্রদীপে মোর নক্ষত্রের ভাষা জ্যোতিষ্মান
বহুপ্লাবী মাগিছে বিস্তার।
এবার ছাড়িতে হবে স্বপ্নে-গড়া সুখের আলয়,
এবার গাহিতে হবে কর্ম্মময় জীবনের জয়;
গৃহালিন্দ ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে অনন্ত প্রান্তরে—
নব পথে নব স্বপ্ন নিয়ে;
ওগো মোর প্রাণলক্ষ্মী, এ ভচারী ব্যথিত অন্তরে
বিদায় মাগিতেছিনু প্রিয়ে।

আনত সজল চক্ষে অশ্রুচ্ছ্বাস আনিয়ো না আর,
ফিরে চাও, হে অশ্রুমালিনী,
আসন্ন বিদায় স্মরি' ভাষাহারা কণ্ঠ বার বার,
ভাষা দাও, প্রেমাভিমানিনী।
আজি বাজিতেছে গান আকাশের রুদ্রের বীণায়,
বসন্তের মধুস্বপ্ন রেখে যাব তব আঙিনায়;
কর্মান্তের ক্লান্তি যবে সারা অঙ্গে আসিবে নামিয়া,
সেই দিন আসিব আবার;
শেষের চুম্বন আঁকি' আজিকে বিদায় দাও প্রিয়া,
স্বপ্নাসীনা বল্লভা আমার।

কাব্যপ্রকাশের কোনো ভূমিকা নেই, অন্তত থাকা উচিত নয় ব'লেই মনে করি। তা হ'লে চাঁদ ওঠার এবং ফুল ফোটারও ভূমিকা প্রয়োজন হ'ত। অন্তর থেকে যা নিজেরই আনন্দে উৎসারিত তার জন্যে কোনো কৈফিয়তেরও প্রয়োজন দেখি না। শুধু একটি কথা বলতে হবে। আমার প্রথম কবিতার বই 'অষ্টাদশী' বেরিয়েছিল ১৯৩৩ সনে। আট বৎসর পরে বেরুল 'ক্ষণ-শাশ্বতী'। কিন্তু এ বইএর প্রায় সব কবিতাই ১৯৩৩ থেকে '৩৫ সনের মধ্যে লেখা। সুরের মিল আছে ব'লে দুয়েকটি সাম্প্রতিক কবিতাকেও এ সংকলনে স্থান দিয়েছি।

বইখানি প্রকাশের জন্যে পরাগ পাবলিশার্সের স্বত্বাধিকারী ডাক্তার অজিতশঙ্কর দে মহাশয়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

জগদীশ ভট্টাচার্য